ভোরের কাগজ

131

তারিখ ... AUG 20 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং আমাদের ভবিষ্যৎ

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হলো বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরা একটা বিশেষ যোগ্যতার বলে এখানে আসে এবং অর্জিত জ্ঞান দ্বারা দেশ ও জাতিকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করে। অথচ প্রতিদিন পত্রিকা হাতে নিলেই 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকযুদ্ধ।' ছোট্ট অথচ কি ভয়ানক আত্মঘাতী একটি কথা! আমরা কি একটি বারও ভাবি- এসব কি হচ্ছে! পত্রিকায় এসব সংবাদ অহরহ দেখি এবং মেনে নিতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এ দেশ এবং জাতি কোথায় ছুটে চলেছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়তই বন্দুকযুদ্ধ গোলাগুলি। এ কিভাবে সম্ভব! এর পরিণাম থেকে আমরা কি কখনো ফিরে আসতে পারবো! আমাদের সভ্যতাকে আমরা হয়তোবা বদলাতে পারবো কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে যে বিষাক্ত অধ্যায়টা থেকে যাবে তা থেকে মুক্তি পাবো কিভাবে?

পাঁচ বছর আগের কথা। শেরে বাংলানগরে কৃষি ইনস্টিটিউটে সিরাজ-উদ-দৌলা হলে বেশ কিছুদিন ছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই হল সংসদের সভাপতি এবং সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হই। সিঙ্গেল রুমগুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাদের রাখা হয়। রুমের বাইরে সুন্দর নেমপ্লেট। এখন ভাবতেই খারাপ লাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে কেন পরিচয় হয়নি? কষ্ট করে যার, ভালো রেজাল্ট করে তাদের কেন সিঙ্গেল রুমগুলো দেওয়া হয় না? আমরা মেধাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি কেন? এভাবে কতোদিন- আর কতোদিন চলবে! আমরা কি কোনোদিন আমাদের ভুলগুলো বুঝতে চেষ্টা করবো না? ধ্বংসের যে বৃত্তে ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষার পরিবেশ ডুবে যাচ্ছে আমরা কি কোনোদিন তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো?

নরেশ চন্দ্র দাস নিষাদ
ফরেস্ট্রি, প্রথম বর্ষ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।